পিঙ্ পঙ্ খেলা

নবনীতা বসুহক

নন্তে হিসাব কষল। দু'হাজার ন'শো চুয়ান্ন। ভাবলাম, ওটা কোন ব্যাপারই নয়। বিয়ের পর বরের পকেট মারলেই হল। সবাই তো মারে। নাহলে সুবেশা বিবাহিতারা মার্কেটি ং করে কি করে? নির্ঘাৎ পকেট মারে। সবাই তো আর চাকুরে নয়। মায়ের কাছে আর টাকা চাওয়া যায় না। বড় খোঁটা দেয়। বলে, একপয়সা আয়ের মুরোদ নেই, কেবলখরচ। আমি বেকার। কিছুদিন চাকরির জন্য উপর উপর চেষ্টা করলাম। কিন্তু না পেয়ে বিয়ে করব ভাবলাম। মা পাত্রদেখেছে। পাত্র সুপ্রতিষ্ঠিত। সুপু ষ। নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি, ভি. সি. আর.., ডিশ্ অ্যান্টেনা আছে। ফোন, ফ্রিজ, গ্যাস তোআছেই, মা তি কিনবে। কিছু টাকা মা দেবে বোধহয়।

নন্তে আমার প্রেমিক। মাস তিনেক ঝুলেছিলাম। যেমন ইলেকট্রিক তারে মরা কাক ঝুলে থাকে সেইরকম। অন্য কোথাও যা বার ছিল না তাই। নাহলে কে ব্যাটা নন্তের জন্য সময় নষ্ট করে? নন্তে দেখতে খারাপ। কোন অ্যাঙ্গেল থেকেই দেখতে ভালো লাগে না। তবু নন্তের পিছনে পড়েছিলাম কারণ নন্তে বলেছিল ও শীঘ্রই প্রচুর সম্পত্তি পাবে - আর তারপরই ব্যবসা শুরু করবে। তখনই ও বড়লোক হয়ে যাবে। ওরও ফ্ল্যাট হবে, মা তি, ভি.সি.পি., ডিশ্ অ্যান্টেনা হবে, কালার টি.ভি ., ফ্রিজ, গ্যাস তো হবেই। ও আমায় প্রচুর টাকাও দেবে। আমি মার্কেটিং করব। কিন্তু তিন মাসে কিছুই হল না। বরং ওই মাঝে মাঝে আমার থেকে ধার করে। অবশ্যই শোধ দেয়। কিন্তু যত নেয় তার কম দেয়।
আমি নন্তেকে বললাম, আমি দশই মার্চ বিয়ে করছি। তবে তোমাকে নয়।
শুনে ওর প্রতিত্রি য়া হল না। শুধু একটা স্লিপ ধরিয়ে দিল। দেখলাম, আমাদের ঘোরার খরচ। কত হয়েছে তার হিসাব। দু'হাজার ন'শ চুয়ান্ন। আমি বললাম, মোটেই আমার জন্য এত খরচ হয় নি। তুমি দু'নম্বরি করছো।
না, তোমার পেছনে এতটাকা খরচ হয়েছে।
কক্ষণো না। তোমাকে কত দিয়েছি। সবই কি ফেরৎ দিয়েছো?
কিন্তু নন্তে আমার সঙ্গে তর্ক করতেই লাগল। আমি বিয়ে করব, তাই নন্তেকে ক্ষমা করে দিতে ইচ্ছে করল। বললাম, ঠিক আছে তোমার টাকা এক বছর বাদে দেব।
সুদ লাগবে।
কত?
এক হাজার।
কতো!
মাত্র এক হাজার।
ভাগ্যিস নন্তেকে বিয়ে করিনি। জাঁহাবাজ ছেলে। হঠাৎ মনে হল নন্তে আমাকে একটাও সিনেমা দেখায়নি। একটা নাটকও নয়। কেবল হাঁটিয়েছে। ধর্মতলা থেকে শিয়ালদা। শিয়ালদা থেকে উত্থেড্রাডাঙা। উত্থেড্রাডাঙা থেকে লাবনী। লাবনী থেকে কসবা। আমার পা ব্যথা করত তবু হেটেছি। তাই আবার নন্তের কাছেই গেলাম। যদি কিছু কম সমে হয়।
সবটা যদি নন্তেকেই দেব আমার কি থাকবে পকেট মেরে? কিন্তু ও বলল
হয়েছে বলছি তো। ঠিক হিসাবই করেছি
কিন্তু আমার খরচগুলো?
সেগুলো বাদ দিয়েই তো দু'হাজার ন'শো চায়ান্ন।
তুমি তো আমার বিয়েতে নেমন্তন্ন খাবে। চুয়ান্নটা বাদ দাও। তোমাকে প্রেজেন্টেশন দিতে হবে না।
আরে বাদ দিয়েই তো! নাহলে তিন হাজার হয়ে যাচ্ছিল।

আমার বিয়ে হল। বিয়েতে অনেকে যৌতুক দিল। অনেকে দিল গিফ্‌ট চেক্‌। আমার হাতে যেগুলো ছিল কাউকে দিলাম না। বরের গুলোও নেবার ইচ্ছে ছিল। দেখলাম, ও নিজের পাওয়া টাকা, চেক্‌ সব লকারে তুলে রাখল।
বিয়ের পরও টাকা নিতে পারি না। বর আলমারির চাবি নিয়ে অফিসে যায়। সে খুব গম্ভীর। তাই চাবি চাইতে পারি না। ওদিকে নন্তে ব্যাটা ফোনে রোজ তাগাদা দিচ্ছে। আমি চেক্‌গুলো দিতে চাইলাম। ওগুলো সব মিলিয়ে আটশ টাকার মত হবে। কিন্তু নন্তে সব টাকাই একসঙ্গে নেবে। ফোন আসলেই বুঝি নন্তে। শাশুড়ী লক্ষ্য করে। মুখে কিছু বলে না, কিন্তু আড়চোখে তাকায়। আমার মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে যায়। মনে হয় সন্দেহও করে। একদিন শাশুড়ী ছেলেকে বলল,
বৌমাকে এত ফোন করিস কেন?
কই আমি তো ফোন করি না!
বর বলল, কেউ কি তোমাকে ফোন করে? মামনি বলছিল।
নন্তে, আমার বন্ধু।
ও কিছু বলল না। কিন্তু মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল। বিয়ের প্রায় দু'মাস কেটে গেছে। নন্তে এখন প্রায়ই হুমকি দেয়। বরকে সব জানিয়ে দেবে। আমি বললাম, আর ক'টা মাস অপেক্ষা কর।
এর কিছুদিন পর আমরা গেলাম কার্সিয়াং। মামনি আমায় পাঁচশো টাকা হাতখরচ দিল। আমি কোন মার্কেটিং করলাম না। নন্তেকে তেরোশো দিতে চাইলাম। নন্তে বলল সবটা দিতে হবে। শ্বশুড়ী সব লক্ষ করে, কিন্তু নীরব থাকে। শ্বাশুড়ী জানে, আমার এক বন্ধু আছে। তার নাম নন্তে।
নন্তে ক'দিন আর ফোন করে না। আমি ওর ফোন পেয়ে পেয়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমার ভয়ও করে। বরের অফিস যায় নি তো? অনেকদিন বাদে নন্তের ফোন, সঙ্গে নরম গলা। আমাকে বলল,
তোমার কত হয়না আছে গো?
ভরি পাঁচেক (আছে দশ, কমিয়ে পাঁচ বললাম)
আমায় দিয়ে দাও। ব্যবসা করব। তাহলে তোমায় কোনদিন বিরক্ত করব না। অবশ্য গয়না বিক্রী করে ক্যাশটা দিও।
এরপর একদিন আমি একটা জুয়েলার্সে গেলাম। কিছু গয়না দিলাম। ওরা দেখল। আমাকে ও গয়নাগুলোকে। বলল,
ম্যাডাম আপনার নাম আর ঠিকানা? বললাম-
-কি দরকার?
-আছে ম্যাডাম। একটু বসুন, আসছি।
আমার ভীষণ ভয় করছিল। যদি পুলিশকে খবর দেয়, কিংবা কৌতূহল মেটাতে বাড়িতেই ফোন করে। যদি ঠিকানা দেখে ডাইরেক্টরি খোঁজে? শাশুড়ি জেনে যাবে। আর শাশুড়ি জানলেই বর জানবে।
কিছু পরে একজন এল। বলল - হ্যাঁ, নামটা বলুন।
আমি উত্থেড্রাপাথড্রা নাম ঠিকানা বললাম। বললাম, আমি বিক্রী করব না।
ওরা কিছু বলার আগেই বেরিয়ে এলাম। এসেই সোজা একটা ট্যাকসিতে। যদি পেছনে তাড়া করে। এদিকে ট্যাকসি ভাড়া গুণতে গিয়ে আমার তেরোশো থেকে পঞ্চাশ টাকা কমে গেল।
নন্তে এখন টাকা চাওয়া বন্ধ করেছে। কিন্তু গয়না চাইছে। মাঝে মাঝেই জানায়, ও আমায় ভালোবাসে। আমি অবশ্য ওর কথায় বিশ্বাস করি না। ও সেই সম্পত্তিও পেয়েছে। ব্যবসা শু করেছে। ব্যবসা বড় করবে। আরও টাকা দরকার। সেজন্যেই গয়নাগুলো ও চাইছে। এখন মাঝে মাঝে আমার খুব আফশোস হয়। নন্তে কে বিয়ে করলেই হোত। দু'হাজার ন'শ চুয়ান্ন টাকার বোঝা বইতে হত না। তাছাড়া ও নিশ্চয়ই আমায় টাকা দিত। আমি মার্কেটিং করতাম। নন্তে নিশ্চয়ই আলমারির চাবি নিয়ে যেত না।
নন্তে হঠাৎ একদিন বাড়ি এল। আমি বললাম, এখানে কেন?
আর কতদিন ধোঁকা দেবে? টাকাটা এবার আদায় করতে এসেছি।

বর ড্রয়িং মে। আজকের কাগজে মগ্ন। নন্তে তার কাছে গেল। আমি পরিচয় করিয়ে দিলাম। বর বলল - বসুন। আমি ঘরে চলে এলাম। আমার হাত পা কাঁপছিল। ঘাম হচ্ছিল। পর্দার আড়াল থেকে ওদের দেখতে লাগলাম। ওরা কি বলছে শুনতে পাচ্ছিলাম না। তবে এটুকু বুঝলাম যে, নন্তে অনেক কিছুই বলছে ওকে। বরের মুখ দেখে মনে হচ্ছিল নাও রেগে যাচ্ছে। বরং দেখা যাচ্ছে মৃদু হাসির রেখা। হা-হা করে একসময় হেসে উঠল। দেখলাম, মামনি নীচে রান্নাঘর থেকে বেরো ল। বোধহয় ছেলের হাসি শুনে। নন্তেকে দেখে চলে এলো। একবার উপরে তাকাতেই চোখাচোখি হয়ে গেল আমার সঙ্গে। আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না। নন্তে কি এমন বলছে। বরকে হাসতে দেখলাম। সিঁড়ির কয়েক ধাপ নেমে এলাম।
নন্তে বলছে, আপনি যে এতদিন ব্যবহার করলেন, তার জন্যে দাম কম হবে না। আমি এত দাম দিতে পারব না।
বর নির্বিকার। গাছের ফাঁক দিয়ে পড়া রোদ্দুরের মত কৌতুক গম্ভীর মুখে। ফিকে হয়ে আসছে গাম্ভীর্য। আমার হাসি ঢেউ উঠবে বোধহয়
আমার সবকিছুই কেমন গোলমেলে ঠেকছিল। নন্তে তো এতদিন টাকা চাইছিল- আমার জন্যে খরচ করেছে বলে। তবে এবার ওকে টাকা দিতে হবে কেন? বর কি বিক্রী করছে? কি ব্যবহার করেছে? এসব নিয়ে কিছুই ভাবতে পারছিলাম না। উত্তেজনায় শরীর কেমন করছিল। মামনিকে ডাকতে চাইছিলাম। কিন্তু আমার গলা দিয়ে কোন স্বরই বেরোচ্ছিল না। হাত পা যেন স্থির হয়ে আসছিল **ক্রমশঃ।**